দৈনিক জনকণ্ঠ

ঃমেধা যাচাই, না নকল পারদর্শিতা যাচাই?

মকবুলা পারভীন

সেনাবাহিনীর ত্রাণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎ
দলগুলো উপকূলবর্তী অঞ্চলে কাজ ক
যাচ্ছে। অপরদিকে নৌ-বাহিনী সদস্য
সংলগ্ন দ্বীপাঞ্চলের দুর্গত লোকদের সহায়
প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে
নৌ-বাহিনীর জাহাজসমূহ ও বিভিন্ন দ্বী
ত্রাণ ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের কা
অব্যাহত রেখেছে।
আজ সকালে বাংলাদেশ নৌ- বাহিনীর এক
জাহাজ বিএনটি খাদেম বিপুল পরিমাণ জিআ
শীট নিয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের উদ্দেশে চট্টগ্রা
ত্যাগ করেছে। চট্টগ্রাম জেলা ত্রাণ কার্যাল
থেকে প্রা এসব জিআই শীট এ দ্বীপে স্থ
ব্যয়ের গৃহনির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হবে।
এর আগে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর এক
মাইন অপসারণকারী জাহাজ বিএনএস সৈক
চট্টগ্রাম হতে গত বুধবার কুতুবদিয়ায় ত্রা
সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়ার পথে পতে
থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী সাগর বে
ভাসমান চারজন জেলেকে উদ্ধার করেছে।
জেলেরা দু'দিন পর্যন্ত উত্তাল সাগরে অভুক্ত
অবস্থায় ভাসছিল। নৌ-বাহিনীর জাহাজ
তাদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদ
করে এবং অন্য একটি জাহাজে করে তী
পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশ এয়ারফে
উইমেনস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন
দুর্গতদের জন্য বেশ কিছু পরিমাণ ত্রাণ সামগ্র
দান করেছে।
সমিতির বিএএফ জহুরুল হক আঞ্চলি
শাখার কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গত লোকজনের ম
জামা-কাপড়, শাড়ী, শুকনা খাবার ও অন্যা

দিয়েছে, মস্তানী করেছে এবং
নয়।
উচ্চ মাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তী
অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিগত
ফাঁস নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডে
মানসিকভাবে
দিনের সাধনার
তারা ছিল

নতুন প্রশ্ন করে ২/১ টি পরীক্ষা
দ্বিধা-ভয়-জড়তা দূর হয়নি।
দেখা হচ্ছে বলেই কেলেঙ্কারির
যা যাচ্ছে একশ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট,
এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ
। আজকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে
ভুরি। এসব উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে
মেধাকে ডিঙ্গিয়ে কৌশলে বিভিন্ন
পদাধিকারে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। স্কুল ও কলেজ সার্টিফিকেট পাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ ফাঁকি, পড়া ফাঁকি দিয়েও মহল বিশেষের চাপে যাদের ভালো রেজাল্ট দেয়া হচ্ছে, তারাও কি যোগ্যতাধর? এরা ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে রোগীর জীবননাশ করছে, শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে, আইনের লোক হয়ে নিরীহ লোকের উপর জুলুম করে যাচ্ছে, রাজনীতিবিদ হয়ে আদর্শের গলা টিপে মারছে।

প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষাই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে আমরা সমাজে কোন কিছুই ভালো আশা করতে পারি না। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ব্যাপক গণটোকাটুকির সময় অনেকে হালজাল রান্না-বান্না ফেলে বই দেখে পরীক্ষা দিয়ে ভালো পাশের সার্টিফিকেট জুগিয়েছিল। পরবর্তীতে চাকুরীর ক্ষেত্রে তারা সুবিধাও পায়। প্রাইমারী শিক্ষকতার মত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকতায় পরবর্তীতে তাদের অনেকেই অংশ নেয়। প্রাইমারী শিক্ষার বর্তমান হালের জন্য ঐ সব শিক্ষকের অনেকের 'অবদান' উল্লেখযোগ্য। এইসব 'গণটোকাটুকির মেধাবান'রা পরবর্তীতে সমাজের বহু উচ্চ স্তরে আসীন হয়েছে। বর্তমানে দেশের অবক্ষয়, দুর্নীতির বাড়াবাড়ি হচ্ছে সৎ মানুষকে পেছনে ফেলে অসৎদের উৎসাহ ও সুযোগ দেয়ায়। অবস্থা দেখে মনে হয়, যেভাবে চলছে চলতে থাক। এতে কারো কিছু বলা বা করার নেই। অসততা এত শক্তিধর যে, তার মোকাবিলা করার শক্তি-সাহস ক্রমে নির্জীব হয়ে পড়ছে। ছাত্রদের শাসন করার, ছাত্রদের নকল ধরার মন-মানসিকতা শিক্ষকদের দূর হয়ে যাচ্ছে। এদের কিছু বলার অর্থ হচ্ছে রাস্তায়, পথে-ঘাটে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়া বা জীবন দিয়ে নকল ধরার খেসারত দেয়া। প্রকৃতপক্ষে এভাবে চলতে থাকলে দেশের শিক্ষার মান অত্যন্ত কমে আসবে। এ শিক্ষার মান ঠিক রাখার জন্য পরীক্ষাগুলো অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যেসব কেন্দ্র সম্পর্কে নকলের অভিযোগ পাওয়া যাবে তা বাতিল করা হবে যুক্তিযুক্ত।

এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের আগে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছিল, পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধকল্পে কোন ব্যবস্থা কেন নেয়া হলো না— তা বোধগম্য নয়। প্রশ্ন ফাঁস এবং পরীক্ষায় নকল দুই বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা না হলে ফলাফল তো 'থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়ের' মতই হবে।

তারিখ ... 27 MAY 1997 ...